যায়যায়দিন

তারিখ 31 AUG 2007
পৃষ্ঠা কলাম

কুমিল্লা ইউনিভার্সিটির দুরন্ত অভিষেক

কুমিল্লা ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচি উদ্বোধন করেন ভিসি প্রফেসর ড. গোলাম মাওলা -ফাইল ফটো

জাহেদুল আলম

ছিল প্রত্যয়, ছিল সংকল্প। আলোকিত মানব সম্পদ তৈরির স্বপ্ন। নতুন ক্যাম্পাস হিসেবে কুমিল্লা ইউনিভার্সিটির শুরুটা মনে রাখার মতো। কুমিল্লার কোটবাড়িতে গড়ে উঠেছে স্বপ্ন জাগানিয়া সেই ক্যাম্পাস। যে প্রত্যাশা নিয়ে গত ২৮ মে কুমিল্লা ইউনিভার্সিটির যাত্রা শুরু হয়েছিল তা পজিটিভলি এগিয়ে চলছে। কুমিল্লা ইউনিভার্সিটির প্রতিষ্ঠাতা ভাইস চান্সেলর প্রফেসর ড. গোলাম মাওলা ক্যাম্পাস নিয়ে গর্ব করতেই পারেন। কারণ তার বিচক্ষণতা ও দক্ষ পরিচালনায় হয়েছে ক্যাম্পাসটির উজ্জ্বল সূচনা।

ধূমপান ও রাজনীতিমুক্ত ক্যাম্পাস : কুমিল্লা ইউনিভার্সিটি ধূমপান ও রাজনীতিমুক্ত। ক্যাম্পাসে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখতে এ ব্যাপারে একটি অঙ্গীকারনামায় স্বাক্ষর করে ভর্তি হতে হয়েছে ইউনিভার্সিটির প্রথম ব্যাচের প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে। ফলে সম্পূর্ণ দলীয় রাজনীতিমুক্ত ক্যাম্পাস হিসেবে এগিয়ে চলছে কুমিল্লা ইউনিভার্সিটি।

জমকালো ওরিয়েন্টেশন : বহু প্রতীক্ষিত কুমিল্লা ইউনিভার্সিটির যাত্রা শুরু হয় গত ২৮ মে। এক জমকালো ওরিয়েন্টেশনের মাধ্যমে। ওই দিন থেকেই শিক্ষার্থীদের পদচারণায় ক্যাম্পাস মুখরিত হয়ে ওঠে। কুমিল্লা ইউনিভার্সিটির প্রথম সেশন ২০০৬-০৭। এ শিক্ষাবর্ষে ইংরেজি, গণিত, অর্থনীতি, লোক প্রশাসন, মার্কেটিং, হিসাব বিজ্ঞান ও ব্যবস্থাপনা বিভাগে ভর্তি করা হয় ৩০০ শিক্ষার্থীকে।

ক্যাম্পাসে বৃক্ষ রোপণ : প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ ময়নামতি লালমাইয়ের পাহাড় টিলা ও সমতল ভূমিতে গড়ে উঠেছে কুমিল্লা ইউনিভার্সিটির নান্দনিক ক্যাম্পাস। এ ক্যাম্পাসকে আরো ছায়া সুনিবিড় সবুজের মন মাতানো সৌন্দর্যে ভরিয়ে তুলতে ক্যাম্পাসে পক্ষকালব্যাপী সামাজিক বনায়ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এ কর্মসূচি চলে গত ১৬ জুলাই থেকে ৩১ জুলাই পর্যন্ত। এ সময় কুমিল্লা ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাসে রোপণ করা হয় প্রায় তিন হাজার বনজ চারা।

স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি : পক্ষকালব্যাপী বৃক্ষ রোপণের শেষদিন গত ৩১ জুলাই আয়োজন করা হয় স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি। সন্ধানী কুমিল্লা মেডিকাল কলেজ ইউনিটের সহযোগিতায় এ রক্তদান কর্মসূচিতে ইউনিভার্সিটি শিক্ষার্থীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নেয়।

ভিসি প্রফেসর ড. গোলাম মাওলা

ভাইস চান্সেলর প্রফেসর ড. গোলাম মাওলা কুমিল্লা ইউনিভার্সিটিকে নিয়ে যেতে চান বহুদূর। তার এ চাওয়া অমূলক হওয়ার কথা নয়। কারণ তার ইউনিভার্সিটি করেছে দুরন্ত অভিষেক

বানভাসিদের মধ্যে ত্রাণ : বন্যার্তদের পাশে দাঁড়িয়েছিল কুমিল্লা ইউনিভার্সিটি পরিবার। এ জন্য গঠন করা হয়েছিল ত্রাণ কমিটি। এছাড়া বানভাসিদের জন্য শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীদের একদিনের বেতন প্রধান উপদেষ্টার ত্রাণ তহবিলে দেয়া হয়।

পাচটি সিন্ডিকেটের মাইলফলক : কুমিল্লা ইউনিভার্সিটির অগ্রযাত্রায় এ পর্যন্ত পাচটি সিন্ডিকেট সভা বসেছে। ঢাকার সিদ্ধেশ্বরীর লিয়াজো অফিসে প্রথম সভাটি হয়েছিল গত ৩১ মার্চ। আর পঞ্চম সিন্ডিকেট সভাটি হয় গত ২৮ আগস্ট। ওই সভায় নেয়া হয় কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত। এর মধ্যে একাডেমিক ক্যালেন্ডার তৈরি, আগামী ১০ বছরের মধ্যে কিভাবে কুমিল্লা ইউনিভার্সিটিকে স্বয়ং সম্পূর্ণ ইউনিভার্সিটি হিসেবে গড়ে তোলা যায় তার পরিকল্পনা, গত সিন্ডিকেট সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন উল্লেখযোগ্য।

ভাইস চান্সেলরের কথা : কুমিল্লা ইউনিভার্সিটি এক সময় যার কাছে ছিল স্বপ্ন। এখন সেই স্বপ্নকেই ছুয়ে দেখছেন প্রফেসর ড. গোলাম মাওলা। সেই গর্বিত ভাইস চান্সেলর শুরুতেই বললেন, কুমিল্লা ইউনিভার্সিটি হচ্ছে দেশপ্রেমিক, আদর্শবান ও সুশিক্ষায় শিক্ষিত আলোকিত মানব সম্পদ তৈরির কারখানা। শিক্ষক ও গবেষণাই হবে এ ইউনিভার্সিটি শিক্ষার্থীদের প্রধান কাচামাল। প্রফেসর মাওলা বলেন, ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীরা তাদের পাঠ্যজ্ঞানের বাইরে সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক চর্চার মাধ্যমে তাদের মেধা-মননকে শাণিত করবে।

ভাইস চান্সেলর প্রফেসর ড. গোলাম মাওলা কুমিল্লা ইউনিভার্সিটিকে নিয়ে যেতে চান বহুদূর। তার এ চাওয়া অমূলক হওয়ার কথা নয়। কারণ তার ইউনিভার্সিটি করেছে দুরন্ত অভিষেক।